নিবেদন

রাধারাণী দেবী (৩০/১১/১৯০৩—৯/৯/১৯৮৯) রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্যজগতের এক উল্লেখযোগ্য এক উজ্জ্বল কবিব্যক্তিত্ব। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে — বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অসংখ্য পুরুষ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলেও — সে তুলনায় নারী সাহিত্যিকের সংখ্যা বড় অল্প। আসলে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকায় নারী চেতনার প্রসার ঘটেনি। নারী লেখার সুযোগ বড় একটা আসেনি। স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি সমসাময়িক লেখিকা ও কবিবৃন্দ অতীত ইতিহাস ও ব্যক্তিগত জীবন ক্ষেত্রের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেছেন। তাঁরা নারী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-জটিলতা, সমস্যা-সংগ্রাম, ব্যর্থতা ও বেদনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারেন নি। নারী জীবনের অন্তর্লীন সমস্যার প্রতি যে সকল লেখিকা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন — রাধারাণী দেবী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপেই অন্যতম।

বাঙালী নারী আজও যে আদ্যিকালের মতই গৃহবন্দিনী, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ম তাকে পদে পদে করতে হয় লড়াই — তা রাধারাণী প্রকাশ করেছেন নিজের ভাষায়। এ ভাষা তাঁর নিজের সৃষ্টি। এ ভাষার মধ্যে আছে জীবনের নির্মোহ বর্ণনা, গভীর অন্তর্জ্বালা, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও করুণ বেদনা। তিনি এক আশ্চর্য নারী-সংগ্রামের উত্তরাধিকারী। বাঙালী মেয়েদের জন্য রেখে গেছেন স্বাধীকার অর্জনের উত্তরাধিকার। তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে — তাঁর সমাজ সচেতন মানসিকতা আর চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু তাই নয়, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-সমালোচনা-কিশোরপাঠ্য রচনা-সাহিত্যের নানা শাখায় যেমন তাঁর ছিল অনায়াস সৃষ্টিসুখের উল্লাস, তেমনি 'কলাকৈবল্যবাদে' (Art for Art's sake) আত্মসমর্পিত না হয়ে — মানবমনের, (বিশেষ করে নারীহৃদয়ের!) অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার বিষয়টিও আদৌ উপেক্ষিত হয় নি; বরং যথাযথ প্রাধান্যে তা পাঠকের কাছে আকর্ষক ও কৌতূহলী বিষয় হয়ে উঠেছে। পাঠক-পাঠিকা তাঁর রচনা পাঠে, অনুমান করি, অধর ওষ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছেন মৃদু হাসির ঢেউ; আর একই সঙ্গে কপালে ভ্রূ-কুঞ্চনের সবিস্ময় চিহ্ন। একুশ শতকের শুরুতে পাঠকের অনুরূপ অনুভুতি — কবির কাব্য নির্মাণে ক্ষমতার স্বীকৃতি বৈ কি!

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর মত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যিক অন্তরঙ্গতা। এখনও, তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত। অথচ কি আশ্চর্য, বিশেষ করে বাংলা পুস্তক সংগ্রহের কেন্দ্রভূমি — কলেজ স্ট্রীটে বা অন্যত্রও তাঁর একখানি গ্রন্থও লভ্য নয়। এ বেদনা সত্যিই বিচলিত করে আমাদের, লজ্জাবোধ করি আমরা সুতরাং, রাধারাণী দেবীর সাহিত্যকর্মের তাঁর রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং মূল্যায়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত দিকটার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাতের এই সনিষ্ঠ প্রয়াস।

এই আলোচনাকে ভূমিকা সহ মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ক্রম অনুযায়ী — ভূমিকা, জীবনী, সমকালীন সমাজ পরিবেশ, বাংলার মহিলা কবি, রচনার শ্রেণীবিভাগ এবং সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায় — সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার — বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

প্রতি অধ্যায়ের আলোচনাতেও অবশ্যই আবার নানা উপবিভাগে বিষয়কে বিস্তারিত করা হয়েছে। সমসাময়িক লেখক-কবি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা ও বিচারও এখানে আছে। অনেক

আপাততুচ্ছ কিন্তু মূলত গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় এই সকল — উপবিভাগে যতটা সম্ভব যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে ব্যাখাও হয়েছে। এবং বক্তব্যের যথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে — বিভিন্ন গ্রন্থ, গ্রন্থকার, ও পত্র পত্রিকায়। সে সকল পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ ইত্যাদির নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা পরবর্তী পর্যায়ে যথানিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি অধ্যায়ের শেষে সেই অধ্যায়ে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাসমূহের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

এ আলোচনায় প্রথম উৎসাহী হই আমাদের পারিবারিক প্রিয়জন ড. রবিন পালের অনুপ্রেরণায়। বিদ্যোৎসাহী এই অন্তরঙ্গজনের উৎসাহদানের সঙ্গে যুক্ত হয় ড. নির্মল দাসের উদ্যমী অনুপ্রেরণা। ড. সুবোধ কুমার বশ আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং পুত্রবৎ ড. সত্যেন দাসের কুণ্ঠাহীন সহায়তা ছাড়া কি এক পা-ও অগ্রসর হতে পারতাম। এঁরা সকলেই বড় কাছের মানুষ। তবু সকৃতজ্ঞ চিত্তে এঁদের কথা স্মরণ করি — নিয়তই।

অবাক হবারই মত বিষয়! যখন বাজারে রাধারাণী দেবীর একটিও বই নেই, প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী সমূহে সব বই সহজলভ্য নয় — তখন একদিন কবিকন্যা নবনীতার বাড়ি যাই — এ বিষয়ে কথা বলতে। যেন বহুদিনের চেনা মানুষের মতই দীর্ঘ আলাপে (আড্ডা!) সহজ হয়ে উঠতে দেরী হয় না; অধিকাংশ বই-ই বাণ্ডিল বেঁধে হাতে তুলে দেন — ফেরৎ পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আর 'টুকরো চিঠির' একটি পুরোনো কপি বড় আদরে উপহার দেন। এও স্মরণীয় স্মৃতি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ-দের মূল্যবান গ্রন্থাগার, বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এর সহায়তার কথাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

বাসন্তী দেব (মজুমদার)
২৬.৮.০২